কালের কণ্ঠ

04 NOV 2013

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা শর্তে ক্লাসে ফিরছেন

বাকৃবি প্রতিনিধি ▶

এক সপ্তাহ ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়া থেকে বিরত থেকে আজ সোমবার থেকে শর্তসাপেক্ষে ক্লাসে ফিরছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা। রবিবার উপাচার্য, বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সোনালী দল, শিক্ষক সমিতি ও আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের প্রতিনিধির অংশগ্রহণে আলোচনার পর বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দাবি এক সপ্তাহের মধ্যে মেনে নেওয়ার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সোনালী দল। তবে আগামী ১২ নভেম্বরের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে ১৩ নভেম্বর থেকে ফের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করবে বলে জানিয়েছে সোনালী দল। এ দিকে সোনালী দলের ওই আলটিমেটাম সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপিপন্থী শিক্ষকের সঙ্গে ময়মনসিংহ শহর আওয়ামী লীগ নেতার হাতাহাতির ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার, বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে উপাচার্যের আলোচনায় অপারগতা, চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও নিয়োগবাণিজ্যের অভিযোগ এনে তা বন্ধের দাবিতে গত ২৭ অক্টোবর থেকে টানা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে আসছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা। তাঁদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষে চলমান ক্লাস টেস্ট ও একাডেমিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ফের সচল করতে বিএনপিপন্থী শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আলোচনায় বসতে সাধারণ শিক্ষার্থী ও সচেতন শিক্ষকরা বারবার আহ্বান জানালেও আলোচনায় বসতে গত এক সপ্তাহে কার্যত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি কেউ। অবশেষে গতকাল রবিবার সকালে উপাচার্যের কার্যালয়ে আলোচনায় বসে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সোনালী দল, শিক্ষক সমিতি ও আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের প্রতিনিধিরা। আলোচনায় শর্তসাপেক্ষে ক্লাসে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা।

আলোচনা শেষে সোনালী দলের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবুল হাশেম বলেন, 'উপাচার্যের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমার আন্দোলন কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখছি। তবে আগামী ১২ নভেম্বরের মধ্যে দাবি না মানলে আমরা ফের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করব।'

এ ব্যাপারে ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সুলতান উদ্দিন ভূঞা বলেন, উপাচার্য তাঁদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলে বিএনপিপন্থী শিক্ষক ক্লাসে ফেরার আশ্বাস দেন। তবে তাঁদের দাবির বিষয়ে যে আলটিমেটাম সে বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আমি আপনার (প্রতিবেদক) মুখ থেকেই প্রথম শুনলাম।